দৈনিক সংবাদ

তারিখ 08 AUG 1994
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সিলেবাস ও কোর্স পরিবর্তন ।। ছাত্ররা ক্ষুব্ধ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, ৭ই আগস্ট (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯৩-৯৪ সেশনের স্নাতক সম্মান শ্রেণীর সিলেবাস ও কোর্স পরিবর্তনের প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংগঠনসহ বিভিন্ন মহল তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়েছেন। তিন বছরের অনার্স কোর্সে ১৫শ' নম্বরের জায়গায় কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের ১৭শ' নম্বর পড়ার বিধান করেছেন।

১শ' নম্বরের ব্যাকগ্রাউন্ড শিক্ষাকে বাড়িয়ে ২শ' নম্বর করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স নামে এই ২শ' নম্বরের সিলেবাসে আছে ইসলামিক স্টাডিজ (১ ও ২), বাংলাদেশ স্টাডিজ, বাংলা অথবা আরবি ভাষা। এই কোর্স সকল ছাত্রছাত্রীর জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে ২৩তম একাডেমিক কাউন্সিলে বিষয়টি পাস করানো হয়েছে। বিষয়টি সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ করে জানা যায়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্যগত কারণেই এটা করা হয়েছে। কিন্তু ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আলাদা বৈশিষ্ট্য রক্ষার কারণেই শরিয়া অনুষদএর অন্তর্ভুক্ত আল্ কুরআন, আল হাদিস ও দাওয়া এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ নামে তিনটি বিষয় রয়েছে। ধর্ম সম্বন্ধে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা থাকলে যে কেউ সেখানে পড়তে পারে। তা সত্ত্বেও সাধারণ বিষয়ের সাথে ধর্মীয় বিষয় অধ্যয়ন বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

৩শ' নম্বরের সাপ্লিমেন্টারী কোর্সে ৫০ নম্বরের একটা কোর্স 'মুসলিম দর্শন' সকল বিভাগের ছাত্রদের জন্য বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে মুসলিম ব্যক্তিগত আইন, মুসলিম পারিবারিক আইন ও মুসলিম আন্তর্জাতিক আইন নামে ৩০০ নম্বর আইন বিভাগে পড়ানো হয় যা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হয়না।

আইন বিভাগের ছাত্ররা সিলেবাস পরিবর্তনসহ আলাদা আইন অনুষদের জন্য আন্দোলনে নেমেছেন। মিছিল-মিটিং অব্যাহত আছে। ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ থাকায় ছাত্র সংগঠনের ব্যানারে মিছিল-মিটিং করা সম্ভব হচ্ছে না।-ছাত্র সংগঠনগুলো স্মারকলিপি সাধারণ ছাত্রছাত্রীর স্বাক্ষর সংগ্রহ করে ভিসি অফিসে জমা দিয়েছে। নতুন সিলেবাস ও কোর্স পরিবর্তন নিয়ে ছাত্র নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ করলে ছাত্র ইউনিয়নের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি কেন্দ্রীয় কমিটির সহসভাপতি নওয়াব আলী খান জানান, কর্তৃপক্ষ সিলেবাস পরিবর্তন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টিগুলো বেকার তৈরির ফ্যাক্টরি বানাতে যাচ্ছেন। ছাত্রলীগের ফেরদৌস আলম সিলেবাস পরিবর্তনকে অযৌক্তিক এবং কর্তৃপক্ষের এক ধরনের চক্রান্ত বলে উল্লেখ করেন এবং এটাকে যেকোন মূল্যে প্রতিহত করা হবে বলে জানান।

ছাত্রদলের বেলাল হোসেন বলেন, ধর্ম সম্বন্ধে পড়ার জন্য আলাদা অনুষদ আছে, যারা ধর্ম সম্বন্ধে পড়তে চায় তারা সেখানেই ভর্তি হতে পারে এবং ধর্ম সম্বন্ধে রিসার্চ করতে পারে। এখানে কারো ওপর বাধ্যতামূলক ধর্মীয় শিক্ষা চাপানো ঠিক নয়। ছাত্র মৈত্রী ও সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট কর্তৃপক্ষের এহেন সিদ্ধান্তের নিন্দা জানিয়েছেন।